R. N. No 2532/57

Regd. No. C 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

খেতে ভাল ফোন—২৩
★ মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★ রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

৬০শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

বিভাগীয় গাফিলতির অভিযোগে সাগরদীঘি থানার ও, সি সাসপেণ্ড

(বিশেষ প্রতিনিধি)

সাগরদীঘি, ২৯শে সেপ্টেম্বর—সি, ডি এবং পি, ডি পেণ্ডিং রাখার অভিযোগে পুলিশ সুপার এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীজ্ঞান ওঝাকে সাসপেণ্ড কোরেছেন গত ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে। এস, পি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর থানা পরিদর্শনে এসে জানতে পারেন যে, শ্রীওঝা ৫১টি সি, ডি এবং পি, ডি পেণ্ডিং রেখেছেন। তিনি কেসগুলির কোন রকম ফাইনাল রিপোর্ট আদালতে পেশ না করায় বাদী এবং বিবাদী মিলে প্রায় শতাধিক লোককে জঙ্গিপুরে গিয়ে হয়রাণ হ'তে হচ্ছে। বিভাগীয় এই গাফিলতির অভিযোগে তাঁকে সাসপেণ্ড করার পর আজিমগঞ্জ জংশন রেল পুলিশের অফিসার শ্রীধীরেন ঘোষ এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পদে যোগদান কোরেছেন।

অরঙ্গাবাদ ডি. এন কলেজে উদ্যম আছে অর্থ নেই

অরঙ্গাবাদের ডি, এন কলেজ এমন একটি কলেজ, যার আর্থিক সংকট শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের নিজেদের পূরণ করতে হয়। অন্ততঃ গতবার তাই করতে হয়েছে। ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতার (বর্তমানে দিবা বিভাগে ১৬০ জন এবং নৈশ বিভাগে ১৪০ জন) দরুণ এই কলেজের শিক্ষকদের বেসিক পে-র জন্য যে কুড়ি হাজার টাকার সরকারী অনুদান পাওয়া যাচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব রয়েছে। লাইব্রেরীর সম্প্রসারণ, কমার্সের মিউজিয়াম, ল্যাবরেটারী এবং ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন রুম নির্মাণের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়নের সদিচ্ছা কলেজ কর্তৃপক্ষের রয়েছে। কিন্তু অর্থের অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। গতবার বিভিন্ন উৎস থেকে ১২ হাজার টাকা এবং এম, বি, এম কোম্পানীর পক্ষ থেকে ৪০ হাজার টাকা 'দান' হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে সিমেন্টের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত হোষ্টেলের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। যদিও আগামী বৎসরের ২০শে জুনের মধ্যে এর কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত তথ্যগুলি জানিয়ে অধ্যক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩৪নং জাতীয় সড়কে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পলষণ্ডা, ৩রা অক্টোবর—৩৪নং জাতীয় সড়কে সুকী এবং চানকের মাঝে, শালবনের কাছে মাল বোঝাই একটি ট্রাকের চালক এবং খালাসী যাত্রীবেশী দু'জন দুর্বৃত্তের ছোরার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে গত রাত্রে। প্রকাশ, আসাম থেকে কলকাতাগামী প্রায় ১৬ হাজার টাকার মাল-বোঝাই একটি ট্রাকে ধুলিয়ান থেকে দু'জন যুবক বহরমপুর যাবার জন্য উঠে। ট্রাকটি মাঝ রাতে ঐ শালবনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন যুবক খালাসীকে ট্রাকের মধ্যেই ছুরিকাঘাত করে। চালক গাড়ী ফেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে অপর জন তাকে একাধিকবার ছোরার আঘাত করে এবং কয়েক হাজার টাকা ছিনতাই কোরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই চালক এবং খালাসীর মৃত্যু ঘটে। নবগ্রাম থানা থেকে ঐ জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তদন্ত চলছে।

চাল উদ্ধার

গত ১৬ই অক্টোবর সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত হাজিপুর গ্রামে রাত্রে এক টেমপো চাল উদ্ধার করা হয়। খবরে প্রকাশ, টেমপো নং W.G.Q 955 ড্রাইভার সমেত ১০ জনকে 7(1) of Act/55 মতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কাউকে জামিন দেওয়া হয় নি।

এই প্রকারের পাচার বন্ধ না হলে দেশের খাদ্যাভাব ঘুচবে না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেষ্ট না হলে দিন দিন অরাজকতা বৃদ্ধি পাবে।

রোগিণীর আত্মীয়া নির্য্যাতিতা

গত ৬ই অক্টোবর জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে রাবিয়া খাতুন নামে বংশবাটী নিবাসী জনৈকা মহিলা সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাঁর জনৈকা আত্মীয়া (নাম আজিফা খাতুন, বয়স প্রায় ৭৫) হাসপাতালে থাকতে দেখে রাত্রি দশটার সময় ডাঃ মমতাজ সঙ্ঘমিত্রা তাকে যেতে বলেন এবং পরিশেষে না গেলে তিনি তার উপর শক্তি প্রয়োগ করেন ও মারধোর করেন। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১০ তারিখ যুবকংগ্রেসের ছেলেরা রোগীদের নানান অভাব-অভিযোগ নিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলোচনার জন্য গেলে S. D. M. O-র অনুপস্থিতিতে তাঁর চার্জে ছিলেন ডাঃ ডি, কে, রায়চৌধুরী। সমস্ত বিষয়ে তাঁর ঔদাসীন্যের জন্য যুবকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা চরমে ওঠে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস-২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট** *
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ ৺বিজয়ার সম্ভাষণ ॥

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শেষ হইয়াছে। মহামায়া দেবী দুর্গা তাঁহার ভক্ত সন্তানদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিবালয়ে গিয়াছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন পুনরায় আসিবার। শিবালয়—যে আলয়ে নিত্য মঙ্গল বিরাজিত—চির আনন্দধাম; দেবী সেই স্থানে নিত্য বিরাজিতা। ভক্ত-সন্তানের ডাকে তিনি বৎসরান্তে দিন কয়েকের জন্য আগমন করেন। তাঁহার বিদায়ের সকরুণ মুহূর্ত স্মারক হিসাবে শত্রুমিত্র, আত্মপর ভুলিয়া বাঙ্গালী পরস্পর মিলিত হন ৺বিজয়ার প্রীতি বিনিময়ে। গুরুজনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন, স্নিগ্ধদের প্রীতি-আলিঙ্গন দান, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিদের শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ জ্ঞাপন প্রভৃতির মধ্য দিয়া ৺বিজয়ার মিলনোৎসব পালিত হয়। ইহাই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ৺বিজয়ার সার্বজনীনতা বাঙ্গালীর মানসস্তরে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এই উৎসবের অন্তর্নিহিত একটি তাৎপর্য আছে। সুপ্রাচীন যুগে আর্য ঋষিগণ 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া সকলকে আপনজন বলিয়া ভাবিবার পথনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ৺বিজয়া তাহারই এক প্রতিধ্বনি বিশেষ। এই উৎসব তাই আত্মপর ভুলাইয়া যত স্বল্প সময়ের জন্যই হউক, সকলের সঙ্গে সকলের প্রীতির পরিমণ্ডল রচনা করে। তাই আমার মঙ্গল—তোমার মঙ্গল; তোমার সুখ আমারই সুখ; তোমার শান্তিসমৃদ্ধি আমারই শান্তিসমৃদ্ধি—বাঙ্গালী ইহাই ভাবিতে অভ্যস্ত ছিল।

অবশ্য আজ বাস্তবতার দিক দিয়া ৺বিজয়া একটি নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়া মনে হয়। বৎসরের সব সময় ধরিয়া চলিয়াছে নিজের বা স্বগোষ্ঠীর স্বার্থপূরণের বহু প্রকারের প্রয়াস। আর তাহার জন্যই দেশের মানুষ ওষ্ঠাগত প্রাণ লইয়া ধুঁকিতেছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন। মুষ্টিমেয় মানুষ দেশের তথা সমাজের বুকে সগর্ব পদচারণা করিতেছে। তাহাদের হাজার কৌশলে খাদ্য-বস্ত্র-ভোগ্যবস্তু দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। তাহাদের প্রতিকার-হীন হীনঅভিসন্ধি দুর্বার হইয়া উঠিতেছে দিনের পর দিন। ইহারাই বংশানুক্রমে দেশের মুকুটমণি হিসাবে থাকিবার বন্দোবস্ত পাকা করিতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইহাদেরই আধিপত্য। আর অগণিত সাধারণ মানুষ সেই সব মুষ্টিমেয় সর্বনাশা মানুষের জঘন্য চক্রান্তের শিকার হইয়া অসহায়। মানুষের এই পরম শত্রুরা যখন ৺বিজয়ার মিলনোৎসবে একে অন্যের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, তখন মনে হয়, এই প্রহসনের কীই বা প্রয়োজন। কারণ সে শুভেচ্ছা সম্ভাষণ তাহাদেরই গোত্রভুক্তদের প্রতি, সাধারণের জন্য নয়।

৺পূজাবকাশের পর আমাদের পত্রিকা এই প্রথম পাঠকগোষ্ঠীর কাছে হাজির হইতেছে। আমরা জঙ্গিপুর সংবাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক-বিজ্ঞাপনদাতা-পাঠক-পৃষ্ঠপোষকদের সুখসমৃদ্ধি কামনায় ৺বিজয়ার প্রীতিশুভেচ্ছা ও সাদরসম্ভাষণ জানাইতেছি।

॥ পুতুলনাচের ইতিকথা ॥

ভিয়েতনাম যাহাদের বদনাম আনিয়াছে তাহারাই আজ পশ্চিম এশিয়ায় নেপথ্যে থাকিয়া পুতুলনাচ আরম্ভ করিয়াছে। এই নাচের পুতুল একধারে আরব রাষ্ট্রগুলি অপর পক্ষে ইজরায়েল। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ নয়, এবারে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আরবদের সহিত ইজরায়েলের তিক্ততা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সুযোগসন্ধানী পৃথিবীর মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি তাহাদের এক এক পক্ষে মদত যোগাইয়া আপনাদের সামরিক শক্তির পরখ করিয়া লইতেছে; অথবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া দিতেছে। যে স্থানে যুদ্ধ বাধিতেছে সেই সব অঞ্চল বিশেষে সেই সব শক্তিমান যুদ্ধলিপ্সুদের কেশাগ্রও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহাবিস্ময়। এই জাতি আপনার নিষ্ঠায় বিরাট মার্কিন শক্তির মোকাবিলা করিয়াছে। আগামী দিনের ইতিহাস ভিয়েতনামীদের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারিবে না।

আমেরিকা ভিয়েতনামে যতটা নাস্তানাবুদ হইয়াছিল, তাহার ক্ষোভ মিটাইতে আজ পশ্চিম এশিয়ায় আর একটি যুদ্ধাঞ্চল গড়িয়া তুলিয়াছে। এই অঞ্চলে একদিকে রাশিয়া অপর দিকে আমেরিকা পুতুলনাচ দেখাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের সুতার টানে মিশর, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি তাবৎ আরব রাষ্ট্র এবং ইজরায়েল স্ব স্ব ভূমিকা পালন করিতেছে।

পশ্চিম এশিয়ার আকাশ অগ্নিবর্ণ; বাতাস বারুদের ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে; সিনাই মরুর ঊষর বক্ষ রক্তসিক্ত; বোমা-কামানের প্রচণ্ডতায় জীবধাত্রীধরিত্রী কম্পমানা। কিন্তু দক্ষ বাজিকরেরা তাহাদের স্বকার্যসাধনে তৎপরতার অভাব দেখাইতেছে না।

৺বিজয়ার আন্তরিক
প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন—
সাহা ষ্টোর্স
পাইকারী ও খুচরা মনোহারী দ্রব্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

মধ্যবিত্ত

মধ্যবিত্ত মোরা
নাহিক মোদের লাঙল বলদ নাহিক টাকার তোড়া।
নহি যে আমরা লুটেরা ডাকাত জোতদার মহাজন,
নহিক ভিক্ষু শ্রমিক মজুর নাহি গচ্ছিত ধন।
চাকুরে আমরা শিক্ষক কেউ কেহবা কেরাণী ভাই,
স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী কেহ চিন্তা খোরাকটাই।
কেউ মোকতার, কোর্টের মহুরী দোকান কর্মচারী,
কেহ চাপরাশী শিল্পী কেহবা করে থাকি উমেদারী।
আমাদেরি ছেলে ফাঁসির মঞ্চে হেলায় দিয়েছে প্রাণ,
সত্যাগ্রহ করেছে তাহারা গেয়েছে নেতার গান।
মোদেরই দুলাল বিনয় বাদল সত্যেন ক্ষুদিরাম,
যাঁদের প্রাণের বিনিময়ে হ'ল ধন্য বাঙালী নাম।
আমাদেরই ছেলে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য বিশারদ
বেতার শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ রাষ্ট্র বশংবদ।
আমাদেরই ছেলে সংসার ত্যজি হয়েছে ধর্ম্ম প্রাণ,
ন্যায় ও নিদ্রা ত্যাগ সংযম জাতিরে করেছে দান।
আমরা গিয়েছি পর্ব্বতচূড়ে মানি নাই কোন বাধা,
মোরাই শিকারী ব্যায়াম বিদ্যা আমাদেরই
হাতে সাধা।
মোরা ভাড়াটিয়া কলিকাতাবাসী বাড়ীওলা দুশমন,
যত দামই হোক কিনি যে দ্রব্য মোরা ক্রেতা
সাধারণ।
খেতে না পেলেও মুখে দিয়ে চাবি হয়ে থাকি নির্বাক,
আত্মীয় পাশে পাতি নাই হাত যতই অভাব থাক।
ছেলেপুলেদের মুখেতে অন্ন দিতে নারি সব দিন,
পূজায় পরিচ্ছদ জোটেনাক কি কব অর্থহীন।
টিউশনী করে নিজের শিক্ষা বজায় করি যে ভাই,
ধর্ম্মঘট কি ইনকিলাবীর হুমকী মুখেতে নাই।
দিন গুজরান হোক কোনমতে চাহিনা'ক
গাড়ী ঘোড়া,
সব মেনে চলি রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মোরা।

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদদাতা ও শুভকামী জনগণের সকলের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ করিবার সৌভাগ্য করি নাই। সুতরাং আমাদের "জঙ্গিপুর সংবাদ" মারফৎ প্রত্যেককে বিজয়ার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

কোন্ দেশেতে...?

কোন্ দেশেতে জ্যান্ত-মানুষ সবার চেয়ে
সস্তা রে ?
মরা হাতী লাখ টাকা,—আর মানুষ হয়ে
পস্তা রে!
ভাই হয়ে আর কোন্ দেশেতে বিদ্ধ করে
ভায়ের বুক ?
নির্যাতিতা নারী কোথায় ? নীরব কোথা
মায়ের মুখ।
খিদে পেয়ে কাঁদলে কোথা আছড়ে মারে পুত্রকে ?
খুঁজলে পরে মিলবে নাকো চোখের জলের সূত্রকে !
খুনী কোথা খাতির পাবে ? সত্য হেথা মরগে যা—
এই দেশেতে বাঁচতে হলে রাতারাতি স্বর্গে যা !
কোন্ দেশেতে মিলবে এমন—মিথ্যা, কালোর
আড়ত রে ?
সে আমাদের স্বাধীন দেশ, আমাদেরই ভারত রে !
কোন্ দেশেতে জুয়াচুরি—এমন করে মান্যি পান ?
কোন্ দেশেতে মন্ত্রীমশাই নয়ন মুদে নিদ্রা যান ?
কোন্ দেশেতে চোরের আদর ? সত্য হল
বন্দী রে—
ভাগাভাগি বাটাবাটির কোথায় এমন ফন্দী রে !
কোন্ দেশেতে খাদ্যে ভেজাল ? শিক্ষালয়ে
দুর্নীতি ?
কোন্ শাসনে পাপ করিতে হল সবার দূর ভীতি ?
তস্কবে পায় পুরস্কার, আর সাধুর লাগি গারদ রে—
সে আমাদের স্বাধীন দেশ, আমাদেরই ভারত রে !

—'যষ্টি-মধু' হইতে উদ্ধৃত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ১৪ই অক্টোবর বিবেকানন্দ ক্লাবের পরিচালনায় স্থানীয় সরাইখানা প্রাঙ্গণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভে ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকারের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করিয়া মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

রবীন্দ্র-সংগীত 'ক' বিভাগ—প্রথম আল্পনা সান্যাল, দ্বিতীয় স্বপ্না ঘোষ এবং তৃতীয় সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।

'খ' বিভাগ—স্বপ্না ঘোষ, রঞ্জনা চ্যাটার্জী ও সোনা চ্যাটার্জী যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

আবৃত্তি 'ক' বিভাগ—প্রথম প্রদ্যোত মুখার্জী, দ্বিতীয় প্রবীর চক্রবর্ত্তী, তৃতীয় সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী।

'খ' বিভাগ—প্রথম অমিত রায়, দ্বিতীয় তরুণ কবিরাজ, তৃতীয় দীপক সিংহরায় এবং সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করেন দীপক সাহা।

'গ' বিভাগ—প্রথম অঞ্জনা চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় সোমা চ্যাটার্জী ও তৃতীয় ফাল্গুনী সান্যাল এবং মঞ্জুলা ব্যানার্জী সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করেন।

টেণ্ডার নোটীশ

মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক মুর্শিদাবাদ, বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্ম্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারিদের নিম্নবর্ণিত পোষাক সরবরাহ করিবার নিমিত্ত শীলমোহরযুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডারের বিশদ বিবরণ অফিস চলাকালীন যে কোন দিন ইং ১৯৭৩ সালের ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত জানা যাইবে। টেণ্ডার ইং ১৯৭৩ সালের ২৯শে অক্টোবর বেলা ১১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

১। ১৯৭৩-৭৪ সালের পুরুষদের গ্রীষ্মকালীন পোষাক।

২। ১৯৭২-৭৩ সালের পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শীতকালীন পোষাক।

C. M. O. H. Murshidabad.

৩ ট্রাক চোরাই লোহা আটক, ৪ জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১৬ই অক্টোবর—জঙ্গিপুরের এস, ডি, পি, ও ৩৪নং জাতীয় সড়কে বেলখরিয়ার কাছে গভীর রাত্রে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের ৩ ট্রাক চোরাই লোহা আটক করেন। আটক লোহা ট্রাক সমেত তিনি সাগরদীঘি পুলিশের হাতে অর্পণ করেন। সেগুলিকে ওই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রকাশ, দিল্লী এবং বিহারের পাকুড় থেকে কলকাতাগামী রেলের পার্টস্ এবং অন্যান্য চোরাই লোহা বোঝাই ঐ ট্রাক তিনটি (নং A S Z—3274, B. R Q 5935, W. G. H 8729) ওই থানার বেলখরিয়ার কাছে এলে এস, ডি, পি, ও তাদের গতিরোধ করেন এবং কাগজপত্র দেখতে চান। তারা উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে অসমর্থ হলে তাদেরকে আটক করা হয়। ট্রাক তিনটির পথপ্রদর্শক একটি প্রাইভেট কারও (নং W. B. B. 6174) পুলিশ আটক করেছে। এ ব্যাপারে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনা ও দুর্ঘটনা

সাগরদীঘি, ৩০শে সেপ্টেম্বর—এই থানার কড়াইয়া গ্রামের একটা মাঠে অজ্ঞাত পরিচয় এক শিশুর (দেড় বৎসর) মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে গতকাল। তাকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। ময়না তদন্তের জন্য মৃতদেহ রঘুনাথগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিজয়া সম্মিলনী

গত ৮ই অক্টোবর গনকর রবীন্দ্র সংঘের সভ্যগণের উদ্যোগে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুক পরিবেশিত হইয়াছে। রাত্রে শ্রীকিশোরীমোহন বাগচীর "হারানো প্রাপ্তি" নাটিকা অভিনীত হয়।

শুভ বিজয়ার
প্রীতি ও আন্তরিক
শুভেচ্ছা জানাই
খেলা ঘর
॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥
মুর্শিদাবাদ

পরলোকগমন

বিগত ১২ই আশ্বিন শনিবার জরুরের সম্ভ্রান্ত রায়-পরিবারের গিরিজাভূষণ রায় মহাশয় ৮১ বৎসর বয়সে তাঁর বড় ছেলের কলিকাতা বাসায় পরলোক-গমন করেন। তিনি বহুদিন বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি জরুর অঞ্চলের প্রধান ছিলেন। তাঁর ন্যায় শান্তশিষ্ট বিনয়ী লোক খুব কম দেখা যায়। তাঁর বড় ছেলে কর্ণেল অজিতকুমার রায়, ডি-এস-এম ভারতীয় সমর বিভাগের একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক, তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা 'কম্যাণ্ড হসপিটালে' আছেন। ছোট ছেলে শ্রীপ্রবীরকুমার রায় দুর্গাপুরে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কৃতী পুত্রদ্বয় তাঁদের জরুর বাটীতে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার চির-শান্তি কামনা করিতেছি।

* * *

গত ২০শে আশ্বিন রঘুনাথগঞ্জের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ননীগোপাল নন্দন ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে চার পুত্র, তিন কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া যান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

* * *

গত ২৭শে আশ্বিন রঘুনাথগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে ৪ পুত্র, ৪ কন্যা ও আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া যান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

এনকেফেলাইটিস

সুতী, ৩০শে সেপ্টেম্বর—সুতী থানার হারুয়া গ্রামে একজন পুরুষ এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়েছে।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

অধিক ধান্য উৎপাদনে পুরস্কার লাভ

একর প্রতি ৬৪২৪ কেজি জয়া ধানের ফলন তুলে, অন্ধ্র রাজ্যের কোসিগি গ্রামের শ্রীপি, ও, চন্দ্রশেখর রাজু, সর্বভারতীয় কৃষি-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেছেন। পুরস্কার বিজয়ী শ্রীরাজুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কৃষি অধিকারীর নির্দেশমত উন্নতপ্রথায় চাষ-বাসই যে এই সাফল্যের চাবিকাঠি সে কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন শ্রীরাজু। এর আগেও শ্রীরাজু রাজ্য আয়োজিত শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন। একর প্রতি শ্রীরাজু ১,২০০ টাকা ব্যয় করলেও, আয়ও করেন মন্দ না। একর প্রতি তাঁর আয়ের অংক দাঁড়ায় ৩,৬০০৲ টাকা। একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শ্রীরাজুর সাফল্যের কথা আমরা জানতে পারি।

চুরি, গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ১০ই অক্টোবর—স্থানীয় মুদী-দোকানদার রক্ষাপদ সাহার দোকান থেকে প্রায় তিন হাজার টাকার মাল খোয়া যায় রহস্যজনকভাবে গত ১লা অক্টোবর রাত্রে। পুলিশ এ ব্যাপারে বাড়ীর মালিক দাউদ সেখকে গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছে।

রাস্তা উদ্বোধন

সাগরদীঘি, ১৫ই অক্টোবর—ক্র্যাশ স্কীমে নির্মিত সাগরদীঘি ডাকঘর থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের রতনপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি সম্প্রতি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এই রাস্তাটি উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীহরিবন্ধু নায়েক আই-এ-এস।

শারদ অনুষ্ঠান, যাত্রাভিনয়

সাগরদীঘি, ৪ঠা অক্টোবর—স্থানীয় সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির উদ্যোগে বারোয়ারী পূজামণ্ডপে "এক মুঠো অন্ন চাই" এবং "বাঙ্গালী" যাত্রা দুইটি মঞ্চস্থ করা হয় সপ্তমী এবং মহাষ্টমীর রাত্রে। এর আগে বিজয়-সরস্বতী ক্লাবের উদ্যোগে শারদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জে, এল, আর, ও অফিস প্রাঙ্গণে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রে। ঐ অনুষ্ঠানে শরৎ-বন্দনা করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। মহানবমীর রাত্রে বিশ্বাস বাড়ীর পূজামণ্ডপে কীর্ত্তন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট বেতার শিল্পী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অরঙ্গাবাদ ডি, এন কলেজে উদ্যম আছে—অর্থ নাই

শ্রীশ্রীকুমার আচার্য্য ছাত্রদের যাতায়াত সমস্যার উল্লেখ করে বললেন যে, আশে-পাশের বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও মালদহ এবং বিহার সীমান্ত (পাকুড়) থেকে অনেক ছাত্র এখানে পড়তে আসে। কিন্তু মাত্র একটি বাস ছাড়া আর কোন বাস, রুট পাওয়া সত্ত্বেও কলেজের কাছে আসে না। প্রসঙ্গতঃ আর, টি, এ-র গাফিলতির একটি নমুনাও তিনি জানালেন। বিগত গ্রীষ্মের ছুটির আগে ছাত্রদের কার্ড পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আর, টি, এ কর্তৃপক্ষ তা পাঠাননি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর, ১৯৭৩

২১ অন্য/৭১ ডিঃ প্রমীলাসুন্দরী দাসী দেঃ রেণুবালা দাসী দাবি ৫৫-৭২ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ১-৪০ শতকের কাত ১-৫২ পয়সা রায়ত স্থিতিবান আঃ ১০০৲ খং নং ৩১০

১৩ অন্য/৭২ ডিঃ নসেদ আলি সেখ দিং দেঃ রহিমবক্স বিশ্বাস দাবি ৯৯-০৭ থানা সুতী মৌজে বালিয়াঘাটী ৬৮ শতকের হারাহারি জমা ১-৫০ আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ২৪৪

৩ মনি/৭৩ ডিঃ কাদের হোসেন বিশ্বাস দেঃ মহম্মদ ময়েদ আলি মিঞা দাবি ১৮৭-৬৫ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ৩৮ শতকের কাত ৯৮০ আঃ ২০০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৩০৫

তিনটী ক্লাব একত্রিত

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে রঘুনাথগঞ্জ ইউথ ক্লাব, বলাকা নাট্য-গোষ্ঠী ও বালক সমিতি একত্রিত হইয়া "ইউথ ক্লাব" নাম হইয়াছে। নিম্নে কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের নাম দেওয়া হইল। সর্ব্ব শ্রী সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল, সভাপতি, নিত্যহরি চন্দ্র ও শ্যামল সাহা, যুগ্ম-সহ-সভাপতি, সমরেন্দ্র সেন, সম্পাদক, অলকনাথ বড়াল ও তৃপ্তেন্দু সরকার, সহ-যুগ্ম সম্পাদক উদয়শঙ্কর বড়াল, কোষাধ্যক্ষ, জয়নারায়ণ সেন, আহ্বায়ক।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত